মেহেরপুরের বেড়পাড়ায় আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে চলছে নির্মাণ কাজ

আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নির্মাণ কাজ করার অভিযোগ উঠেছে আজিজুল ইসলাম ও শহিদুল ইসলাম নামে দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে।

এ অভিযোগ তুলে সদর থানায় অভিযোগ করেছেন নুরুল ইসলাম নামের এক হোমিও চিকিৎসক।

অভিযোগ পত্রে তিনি জানান, মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়ার ওয়াজেদ ব্যাপারীর ছেলে আজিজুল ইসলাম ও শহিদুল ইসলাম তার প্রতিবেশী। তারা আমার সীমানায় জোরপূর্বক পাকা বসত বাড়ি নির্মান করছেন। এঘটনায় মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে একটি মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

মামলায় বিচারক ১৪৫ ধারা আদেশ দিয়ে উভয়পক্ষকে নির্মান কাজ বন্ধ রেখে শান্তি—শৃঙ্খলা বজার রাখার নির্দেশ দিৃয়েছেন। আদালতের নির্দেশে মেহেরপুর থানা থেকে তাদের নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। কিন্তু আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে তারা নির্মাণ কাজ চলমান রেখেছেন।

এ নিয়ে গতকাল বুধবার সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও বিবাদীরা নির্মাণ কাজ বন্ধ করেননি। এসময় বিবাদীরা বলেন, আমরা আমিন দিয়ে মেপে নিজের জমিতে কাজ করছি।

চুয়াডাঙ্গায় ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ শ্রেষ্ঠ

অফিসার নির্বাচিত

চুয়াডাঙ্গা জেলায় ফেব্রুয়ারি ২০২৫ মাসের ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ নির্বাচিত হয়েছেন দর্শনা থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ও শ্রেষ্ঠ এসআই নির্বাচিত হয়েছেন দর্শনা থানার এসআই মাসুদুর রহমান।

গত বৃহস্পতিবার চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্সে অনুষ্ঠিত কল্যাণ সভা অনুষ্ঠানে এই স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

পলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ ফেব্রুয়ারী মাসে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশ সর্বোচ্চ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করেছে। জেলার মধ্যে বেশিরভাগ ওয়ারেন্ট আসামী গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল করেন। দর্শনা থানাধীন বেশ কয়েকটি চাঞ্চল্যকর মামলর ঘটনার মূল আসামি গ্রেফতার এসব ঘটনার রহস্য উদঘাটন অন্যান্য আসামি গ্রেফতার সহ লুণ্ঠিত মালামাল উদ্ধার করে সাফল্য দেখিয়েছে।

এছাড়া দর্শনা থানাধীন এলাকার নিয়মিত মামলার এজাহার নামীয় আসামি গ্রেফতার করে। এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিশেষ ভূমিকা ইত্যাদি ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরপ চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন দর্শনা থানার সুযোগ্য অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহম্মদ শহীদ তিতুমীর, শ্রেষ্ঠ এসআই হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন দর্শনা থানার এসআই (নিরস্ত্র) মোঃ মাসুদুর রহমান, শ্রেষ্ঠ এএসআই নির্বাচিত হয়েছেন দর্শনা থানার এএসআই (নিরস্ত্র) মোঃ আরিফুল ইসলাম।

কল্যাণ সভা অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বিতরণী করে ক্রেস্ট প্রদান করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশের সুযোগ্য পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মাওলা বিপিএম সেবা এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ক্রাইম জনাব কনক কুমার, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা-জীবননগর) সার্কেল জাকিয়া সুলতানা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল থানার অফিসার ইনচার্জ সহ পুলিশের কর্মকর্তা বৃন্দ।

মেয়াদ শেষ হলেও কাজ শেষ হয়নি মুনসুর আলী একাডেমীর ভবনে

মেয়াদ শেষ হলেও কাজ শেষ হয়নি কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর মুনসুর আলী একাডেমীর। বন জন্মেছে নির্মাণাধীন ভবনে। এদিকে কক্ষ সংকটে ছাত্র/ছাত্রীদের আসন সংকুলানে সমস্যায় আছেন বলে অভিযোগ রয়েছে বিদ্যালয় কতৃপক্ষের। এ অবস্থা চলছে সাবদারপুরের মুনসুর আলী একাডেমীতে। ওই ভবনের কাজ নিয়ে পাল্টা- পাল্টি বক্তব্য দিয়েছেন ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট অফিস কর্মকর্তা।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, ঝিনাইদহের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে ৮০ লাখ টাকা ব্যয়ে কোটচাঁদপুরে সাবদারপুর মুনসুর আলী একাডেমীর ৪ র্থ তলা ভবনের ১ম তলার নির্মান কাজ শুরু হয় ২০২১ সালের ১৩ জানুয়ারি। কাজটি করছিলেন ঝিনাইদহের মেসার্স রিফাত আরা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল। যা শেষ হবার কথা ছিল ওই বছরের ১৩-১০-২১ তারিখে। যা কাজ শুরুর ৩৮ মাসেও শেষ করতে পারেনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি। নির্মাণাধীন ভবনে জন্মেছে বন। এদিকে বিদ্যালয়টিতে রয়েছে কক্ষ সংকট। এতে করে ছাত্র/ছাত্রীদের আসন সংকুলানে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিন উদ্দিন। তিনি বলেন, এ বিদ্যালয়ে ৭শ জন ছাত্র ছাত্রী রয়েছে। ওই সব ছাত্র ছাত্রীদের জন্য প্রয়োজন ২০ টি কক্ষ। যার মধ্যে বিদ্যালয়ে আছে ১০ টি কক্ষ। ছেলে মেয়েরদের ক্লাস নিতে হয় ল্যাব, কমনরুম ও লাইব্রেরীতে।

তিনি বলেন, আশা করেছিলাম নতুন ৪ তলা ভবনের ১ম তলার কাজ শেষ হলে ছাত্র ছাত্রীদের বসার জায়গার সমস্যার সমাধান হবে। কিন্ত সে সমস্যা এখন আরো প্রকট হয়েছে। গেল ৪ বছরে যে ছাত্র ছাত্রী ছিল। এখন তা বেড়ে দ্বিগুন হয়েছে। এ বছর ছাত্র ছাত্রীদের বসার জায়গা নাই। ক্লাস নিতে হবে গাছ তলায়।

এ সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তিনি।এদিকে ভবনের কাজটি নিয়ে পাল্টা- পাল্টি বক্তব্য দিয়েছেন ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট অফিস কর্মকর্তা। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক মহিবুল রহমান বলেন,কাজ শুরুর পর থেকে ৫০ লক্ষ্যাধিক টাকার কাজ করা হয়েছে ভবনটিতে। বিল পেয়েছি মাত্র ৮ লাখ টাকার। তিনি বলেন, ওই প্রকল্পের ফান্ডের সমস্যা ছিল। সময় মত টাকা

না পাওয়ায় কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছে। তবে এ বছর কাজটি শেষ করবেন বলে জানিয়েছেন ওই ঠিকাদার। তিনি মেসার্স রিফাত আরা ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের মালিক বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলী সুব্রত কুমার পাল বলেন, কাজটি পাওয়ার পর থেকে তাদের গুরুত্ব কম ছিল। তারা কিছু কাজ করে বন্ধ রাখেন। এরপর আবারও কাজটি শুরু করেন। যা শেষ হওয়ার কথা ছিল ১৩-১০-২০২১ সালে।

তিনি বলেন, ওই ঠিকাদার কাজ না করে দীর্ঘদিন এভাবে ফেলে রেখেছেন। আমরা ইতোমধ্যে টেন্ডার বাতিলের জন্য মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। বাতিল হয়ে আসলে,আমরা নতুন টেন্ডার আহবান করবো।